যুগান্তর

তারিখ : 19 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে স্কুলের কম্পিউটার

এ হাই মিলন, *রূপগঞ্জ*

রূপগঞ্জে বেশিরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত কম্পিউটার চুরি হয়ে যাওয়ার অজুহাতে কম্পিউটার থাকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বাড়িতে। এতে সরকারের কাঙ্ক্ষিত ডিজিটালসেবা বঞ্চিত হচ্ছে উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

সরেজমিন ঘুরে জানা যায়, উপজেলার ২টি পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮২টি। রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৮টি ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার সংখ্যা ১২টি। এসব বিদ্যালয়ে উপজেলা প্রশাসন স্থানীয় সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীর গাজীর (বীর প্রতীক) অর্থায়নে একটি করে কম্পিউটার ও প্রিন্টার অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুবিধায় এসব কম্পিউটার প্রদান করলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গাফিলতিতে কাজে আসছে না ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন।

রূপগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল সেবা ব্যাহত

সূত্র জানায়, বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার অজুহাতে ও শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ না থাকায় সরকারের দেয়া কম্পিউটারগুলো প্রধান শিক্ষকের বাসায় আবার কোথাও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বাসায় রাখা হয়েছে। এসব কম্পিউটার ব্যবহার করছে প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত কাজে ও তাদের সন্তানদের বিনোদনের কাজে। কোথাও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেও দেখা গেছে। এমন চিত্রই পাওয়া গেছে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যার ৭০ ভাগ প্রতিষ্ঠানেই দেখা গেছে এমন চিত্র। কথা হয় রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের ৮৪নং মুশুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্র চন্দ্র সরকারের সঙ্গে। তার অফিস কক্ষে কম্পিউটার না থাকা বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, সরকার কম্পিউটার প্রদান করেছে ঠিক কিন্তু আমাদের তো প্রশিক্ষণ দেয়নি। তাই বাড়িতে রেখে নিজেই কাজ করি। এ সময় তিনি আরও বলেন, বিদ্যালয়ে দফতরি ও নৈশপ্রহরী নেই। তাই অফিস কক্ষে রাখলে চুরি যাওয়ার ভয় থাকে। বিধায় বাসায় রাখা হয়েছে। একই বিষয়ে কথা হয় মধুখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বশির উদ্দিনের সঙ্গে। তিনি জানান, বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষকই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেননি। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে রাখলে চুরি যাওয়ার ভয় থেকেই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বাসায় রাখা হয়েছে। ১৩নং হিননাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটারের একই আবস্থা। সূত্র আরও জানায়, এসব কম্পিউটার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ হলেও প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যের বাড়ির লোকজন ও তাদের সন্তানেরা এ সুবিধা ভোগ করছেন। এতে বঞ্চিত হচ্ছে হতদরিদ্র ও সাধারণ গরিব ঘরের শিক্ষার্থীরা। উপজেলার পিতলগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসার এবতেদায়ি শাখায় দেখা গেছে একই চিত্র। এখানেও দাখিল শাখায় প্রশিক্ষিত কম্পিউটার শিক্ষক থাকলেও এবতেদায়ির জন্য বরাদ্দকৃত কম্পিউটারটি ব্যবহার হচ্ছে দাখিল শাখার কাজে। এতে মাদ্রাসার এবতেদায়ি শাখার সাধারণ শিক্ষার্থীরাও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও ডিজিটালসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এসব বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সফিকুল ইসলাম সরকার জানান, এবতেদায়ি মাদ্রাসা আমার অধীনে নয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটারগুলো যদি কারও বাড়িতে থাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা ইসলাম বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটারগুলো কারও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা অন্যায়। তদন্ত করে কম্পিউটারগুলো স্ব স্ব অফিসে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।